একাশীতিতম অধ্যায়

সুদামা ব্রাহ্মণকে ভগবান আশীর্বাদ করলেন

কিভাবে ভগবান কৃষ্ণ তাঁর সখা সুদামার আনা এক গ্রাস চিড়া ভক্ষণ করেছিলেন এবং তাঁকে স্বর্গের রাজার চাইতেও অধিকতর সম্পদ প্রদান করলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

তাঁর সখার সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ কথা বলার সময়ে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "হে প্রিয় ব্রাহ্মণ, তুমি কি আমার জন্য গৃহ থেকে কোন উপহার এনেছ? আমার প্রিয় ভক্তের অতি ক্ষুদ্র নিবেদনও আমার কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।" কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁর চিঁড়ের নগণ্য উপহার কৃষ্ণকে প্রদান করতে লজ্জিত ছিলেন। তবুও, যেহেতু ভগবান কৃষ্ণ হচ্ছেন সকলের হৃদয়ে বাসকারী পরমাত্মা, তিনি জানতেন কেন সুদামা তাঁকে দর্শন করতে এসেছেন। তাই তিনি সুদামা যা লুকিয়ে রেখেছিলেন সেই চিঁড়ের পুটুলীটি চেপে ধরে সেখান থেকে এক মুষ্টি চিঁড়ে আনন্দের সঙ্গে ভক্ষণ করলেন। তিনি যখন দ্বিতীয় গ্রাসটি ভক্ষণ করতে যাচ্ছিলেন, রুক্মিণীদেবী তাঁকে নিবৃত্ত করলেন।

যেন তিনি ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করেছেন এরকম অনুভূতির সঙ্গে সুদামা সেই রাত্রিটি শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদে সুখে অতিবাহিত করলেন এবং পরদিন সকালে তিনি গৃহের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তিনি যখন রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি ভাবছিলেন যে, তিনি কত ভাগ্যবান যে ভগবান কৃষ্ণের দ্বারা এইভাবে অত্যন্ত সম্মানিত হলেন। এই ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে সুদামা সেই স্থানে উপস্থিত হলেন যেখানে তাঁর গৃহ ছিল—এবং তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁর জীর্ণ কুটিরের পরিবর্তে তিনি সারিবদ্ধ ঐশ্বর্যময় প্রাসাদ দর্শন করলেন। তিনি যখন বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন একদল সুন্দর পুরুষ ও নারী গীত ও বাদ্য দ্বারা তাঁকে অভিনন্দিত করতে এগিয়ে এল। দিব্য অলঙ্কার দ্বারা অপূর্বভাবে বিভূষিত ব্রাহ্মণ পত্নী প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে পরম প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে স্বাগত জানালেন। সুদামা তাঁর সঙ্গে একত্রে গৃহে প্রবেশ করে ভাবলেন যে, এই অসাধারণ পরিবর্তন অবশ্যই তাঁর উপর ভগবানের কৃপার প্রভাবেই হয়েছে।

তখন থেকে সুদামা প্রাচুর্যে ভরা সম্পদের মধ্যে তাঁর জীবন যাপন করতে লাগলেন, যদিও তিনি তাঁর অনাসক্তির ভাবকে প্রতিপালন করতেন এবং নিরন্তর

ভগবানের মহিমা কীর্তন করতেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি দেহগত আসক্তির সকল বন্ধন ছিন্ন করলেন এবং ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হলেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীশুক উবাচ

স ইত্থং দ্বিজমুখ্যেন সহ সংকথয়ন্ হরিঃ ।
সর্বভূতমনোঽভিজ্ঞঃ স্ময়মান উবাচ তম্ ॥ ১ ॥
ব্রহ্মণ্যো ব্রাহ্মণং কৃষ্ণো ভগবান্ প্রহসন্ প্রিয়ম্ ।
প্রেম্না নিরীক্ষণেনৈব প্রেক্ষন্ খলু সতাং গতিঃ ॥ ২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সঃ**—তিনি; **ইত্থম্**—এইভাবে; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণগণের; **মুখ্যেন**—শ্রেষ্ঠের সঙ্গে; **সহ**—সহ; **সংকথয়ন**—কথোপকথন করতে করতে; **হরিঃ**—ভগবান হরি; **সর্ব**—সকলের; **ভূত**—জীব; **মনঃ**—মন; **অভিজ্ঞ**—যথার্থরূপে যিনি অবগত; **স্ময়মানঃ**—হাস্যপূর্বক; **উবাচ**—বললেন; **তম্**—তাঁকে; **ব্রহ্মণ্যঃ**—ব্রাহ্মণগণের প্রতি ঐকান্তিক; **ব্রাহ্মণম্**—ব্রাহ্মণকে; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রহসন**—হাসতে হাসতে; **প্রিয়ম্**—তাঁর প্রিয় সখাকে; **প্রেম্না**—প্রীতিপূর্ণভাবে; **নিরীক্ষণেন**—দৃষ্টিপাত দ্বারা; **এব**—বস্তুত; **প্রেক্ষণ**—নিরীক্ষণ করে; **খলু**—বস্তুত; **সতাম্**—সাধু ভক্তবৃন্দের; **গতিঃ**—গতি।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বললেন—] ভগবান হরি, কৃষ্ণ, যথার্থরূপে সকল জীবের হৃদয়কে জানেন এবং তিনি বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের প্রতি অনুরক্ত। সর্বক্ষণ হাস্যমুখ ও তাকে প্রীতির সঙ্গে নিরীক্ষণ করে সকল সাধুগণের গতি ভগবান যখন এইভাবে দ্বিজশ্রেষ্ঠের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি হাসতে হাসতে তাঁর সেই প্রিয় সখা ব্রাহ্মণকে এইসকল কথা বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে *সর্বভূতমনোঽভিজ্ঞ* কথাটি নির্দেশ করছে যে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকের হৃদয়কে জানেন, তিনি তৎক্ষণাৎ বলতে পারতেন যে, তাঁর সখা সুদামা তার জন্য কিছু চিঁড়া এনেছিলেন। কিন্তু তা প্রদান করতে লজ্জিত হচ্ছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের এই শ্লোকের বিস্তৃত বর্ণনা অনুসারে, শ্রীকৃষ্ণ সেই মুহূর্তে এইভেবে হাসছিলেন, "হ্যাঁ, আমি তোমাকে দেখাচ্ছি যে, তুমি আমার জন্য কি এনেছ।" তাঁর মুচকি হাসি তখন তাঁর ভাবনা অনুযায়ী উচ্চ হাস্যে পরিণত হল, "তোমার বস্ত্রে লুকানো এই মূল্যবান উপহার তুমি কতক্ষণ লুকিয়ে রাখবে?"

কৃষ্ণ তাঁর সখার বস্ত্রের ভিতর লুকানো পুটুলীটির প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাঁর প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা সুদামাকে বললেন, "তোমার কৃশকায় ত্বকের ভিতর দিয়ে শিরাসমূহ প্রদর্শিত হচ্ছে এবং তোমার জীর্ণ বস্ত্র উপস্থিত সবাইকে অবাক করছে, কিন্তু দারিদ্র্যের এই সমস্ত লক্ষণগুলি কেবলমাত্র আগামীকাল সকাল পর্যন্ত স্থায়ী হবে।"

যদিও শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, পরম, স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তিনি সর্বদা তার প্রিয় সেবকের সঙ্গে ভাব বিনিময় করে আনন্দ লাভ করেন। ব্রাহ্মণশ্রেণীর ইচ্ছাপূরক পৃষ্ঠপোষকরূপে, তাঁর প্রতি নিঃশর্তভক্তি দ্বারা অতিরিক্তভাবে যোগ্য ব্রাহ্মণগণকে তিনি বিশেষভাবে অনুগ্রহ করে আনন্দ লাভ করেন।

শ্লোক ৩

শ্রীভগবানুবাচ

কিমুপায়নমানীতং ব্রহ্মন্মে ভবতা গৃহাৎ ।
অণ্বপ্যুপাহৃতং ভক্তৈঃ প্রেম্না ভূর্যেব মে ভবেৎ ।
ভূর্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **কিম্**—কি; **উপায়নম্**—উপহার; **আনীতম্**—এনেছ; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **মে**—আমার জন্য; **ভবতা**—তুমি; **গৃহাৎ**—তোমার গৃহ হতে; **অণু**—অণুমাত্র; **অপি**—এমন কী; **উপাহৃতম্**—নিবেদিত বস্তু; **ভক্তৈঃ**—ভক্তবৃন্দ দ্বারা; **প্রেম্না**—বিশুদ্ধ প্রেমে; **ভূরি**—যথেষ্ট; **এব**—বস্তুত; **মে**—আমার জন্য; **ভবেৎ**—তা হয়; **ভূরি**—প্রচুর; **অপি**—ও; **অভক্ত**—অভক্তগণ দ্বারা; **উপহৃতম্**—উপস্থাপিত; **ন**—না; **মে**—আমার; **তোষায়**—সন্তুষ্টির জন্য; **কল্পতে**—যোগ্য হয়।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে ব্রাহ্মণ, গৃহ থেকে তুমি আমার জন্য কি উপহার এনেছ? শুদ্ধ প্রেমে আমার ভক্ত প্রদত্ত ক্ষুদ্রতম উপহারও আমি বড় বলে সম্মান করি, কিন্তু অভক্তের দ্বারা প্রচুর পরিমাণ নিবেদনও আমাকে সন্তুষ্ট করে না।

শ্লোক ৪

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ৪ ॥

পত্রম্—পত্র; **পুষ্পম্**—ফুল; **ফলম্**—ফল; **তোয়ম্**—জল; **যঃ**—যিনি; **মে**—আমাকে; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **প্রযচ্ছতি**—প্রদান করেন; **তৎ**—তা; **অহম্**—আমি; **ভক্ত্যুপহৃতম্**—ভক্তি সহকারে নিবেদিত; **অশ্নামি**—গ্রহণ করি; **প্রযতাত্মনঃ**—আমার ভক্তি প্রভাবে বিশুদ্ধ চিত্ত।

অনুবাদ

যে বিশুদ্ধ চিত্ত নিষ্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তার সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।

তাৎপর্য

এই বিখ্যাত কথাগুলি *ভগবদ্গীতাতেও* (৯/২৬) শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা কথিত হয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদের *'ভগবদ্গীতা যথাযথ'* থেকে এখানে অনুবাদ ও শব্দার্থসমূহ গৃহীত হয়েছে।

সুদামার দ্বারকা আগমনের চলতি অধ্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কৃপাকরে তার, ভগবান কৃষ্ণের বক্তব্যের বর্ণনা অব্যাহত রেখেছেন—এই শ্লোকটি হচ্ছে, তার এরূপ একটি অনুপযুক্ত উপহার আনাকে খারাপ বিবেচনা করা হতে পারে, সুদামার এই উদ্বিগ্নতার প্রতি একটি উত্তর। *ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি* এবং *ভক্ত্য উপহৃতম্* কথার ব্যবহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলে মনে হতে পারে। যেহেতু তাদের উভয়েরই অর্থ "ভক্তির সঙ্গে নিবেদিত", কিন্তু 'ভক্ত্যা' শব্দটি নির্দেশ করতে পারে যে কিভাবে ভগবান প্রীতির সঙ্গে তাঁকে কিছু নিবেদনকারীর ভক্তি ভাবের সঙ্গে ভাব বিনিময় করেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, শ্রীকৃষ্ণ এখানে ঘোষণা করছেন যে তাঁর বিশুদ্ধ প্রেমে ভাব বিনিময়টি, তাঁকে যা নিবেদন করা হয়েছে তাঁর বাহ্যিক যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না। কৃষ্ণ বলছেন "কোনকিছু ঠিকভাবে হৃদয়গ্রাহী বা সন্তোষজনক হতে পারে আবার নাও হতে পারে, কিন্তু ভক্ত যখন আমি তা উপভোগ করব, এই আশায় ভক্তিভরে নিবেদন করে, সেটি আমায় অত্যন্ত আনন্দ প্রদান করে। এই বিষয়ে আমি কোন প্রভেদ করি না।" *অশ্নামি*, অর্থাৎ "আমি খাই" ক্রিয়াটি ইঙ্গিত করে যে, তাঁর ভক্তের জন্য অনুভূত আনন্দময় প্রেম দ্বারা মোহিত হয়ে কৃষ্ণ একটি ফুলও খান, সাধারণতঃ যার গন্ধ গ্রহণ করার কথা।

অতঃপর ভগবানকে কেউ হয়ত প্রশ্ন করেছিল, "তাহলে অন্য কোন বিগ্রহের ভক্ত দ্বারা আপনাকে নিবেদিত কিছু কি আপনি প্রত্যাখ্যান করবেন?" ভগবান উত্তর প্রদান করলেন, " "হ্যাঁ, আমি তা ভক্ষণ করতে অস্বীকার করব।" *প্রযতাত্মন* শব্দবন্ধটির দ্বারা ভগবান এই কথা বলে ইঙ্গিত করেছিলেন যে "কেবলমাত্র আমার প্রতি ভক্তি দ্বারা কেউ অন্তরে বিশুদ্ধ হতে পারে।"

শ্লোক ৫

ইত্যুক্তোঽপি দ্বিজস্তস্মৈ ব্রীড়িতঃ পতয়ে শ্রিয়ঃ ।
পৃথুকপ্রসৃতিং রাজন্ন প্রাযচ্ছদবাঙ্মুখঃ ॥ ৫ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্তঃ**—বললেন; **অপি**—যদিও; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **তস্মৈ**—তাঁকে; **ব্রীড়িতঃ**—লজ্জিত; **পতয়ে**—পতিকে; **শ্রিয়ঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **পৃথুক**—চিঁড়ার; **প্রসৃতিম্**—মুষ্টিপূর্ণ; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **ন প্রাযচ্ছৎ**—নিবেদন করলেন না; **অবাক্**—নত করে; **মুখঃ**—মুখ।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—] হে রাজন, এইভাবে সম্বোধিত হয়েও, সেই ব্রাহ্মণ তার মুষ্টিপূর্ণ চিঁড়া লক্ষ্মীপতিকে নিবেদন করতে অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করছিলেন। লজ্জায় তিনি কেবল তাঁর মস্তক অবনত রাখলেন।

তাৎপর্য

আচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে 'লক্ষ্মীপতি' রূপে এখানে কৃষ্ণের বর্ণনা এই অর্থ প্রকাশ করে যে সুদামা নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেছিলেন, "যিনি লক্ষ্মীদেবীরও অধীশ্বর, তিনি কিভাবে এই বাসী, শক্ত চিঁড়া ভক্ষণ করবেন?" মস্তক অবনত করার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ তার গভীর ভাবনাকে প্রকাশ করলেন, "হে প্রভু, দয়া করে আমাকে লজ্জিত কর না। যদিও তুমি আমাকে বারবার অনুরোধ করছ, কিন্তু আমি তোমাকে তা প্রদান করব না। আমি আমার মনকে স্থির করে নিয়েছি।" কিন্তু ভগবান তাঁর আপন ভাবনা দ্বারা বিরুদ্ধাচরণ করলেন—"এখানে আগমন করার সময় তোমার মনে তুমি যে উদ্দেশ্য স্থির করেছিলে সেটি বিফল হওয়া উচিত নয়, কারণ তুমি আমার ভক্ত।"

শ্লোক ৬-৭

সর্বভূতাত্মদৃক্ সাক্ষাৎ তস্যাগমনকারণম্ ।
বিজ্ঞায়াচিন্তয়ন্নায়ং শ্রীকামো মাভজৎ পুরা ॥ ৬ ॥
পত্ন্যাঃ পতিব্রতায়াস্তু সখা প্রিয়চিকীর্ষয়া ।
প্রাপ্তো মামস্য দাস্যামি সম্পদোঽমর্ত্যদুর্লভাঃ ॥ ৭ ॥

সর্ব—সকলের; **ভূত**—জীব; **আত্ম**—হৃদয়ের; **দৃক্**—দর্শী; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষ; **তস্য**—তার (সুদামার); **আগমন**—আগমনের; **কারণম্**—কারণ; **বিজ্ঞায়**—সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করে; **অচিন্তয়ৎ**—তিনি ভাবলেন; **ন**—না; **অয়ম্**—সে; **শ্রী**—ঐশ্বর্যের;

কামঃ—অভিলাষী; **মা**—আমাকে; **অভজৎ**—পূজা করেছিল; **পুরা**—অতীতে; **পত্ন্যাঃ**—তার পত্নীর; **পতি**—তার পতির প্রতি; **ব্রতায়াঃ**—ঐকান্তিক; **তু**—কিন্তু; **সখা**—আমার বন্ধু; **প্রিয়**—সন্তুষ্টি; **চিকীর্ষয়া**—প্রাপ্ত হওয়ার কামনা দ্বারা; **প্রাপ্তঃ**—এখন এসেছে; **মাম্**—আমার কাছে; **অস্য**—তাকে; **দাস্যামি**—আমি প্রদান করব; **সম্পদঃ**—সম্পদ; **অমর্ত্য**—দেবতাদের দ্বারা; **দুর্লভাঃ**—দুর্লভ।

অনুবাদ

সকল জীবের হৃদয়ের প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ায় সুদামা কেন তাঁকে দর্শন করতে এসেছেন, ভগবান তা সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। তাই তিনি ভাবলেন, "অতীতে আমার সখা কখনও জাগতিক ঐশ্বর্যের অভিলাষ বশত আমার পূজা করেনি, কিন্তু এখন সে তাঁর পতিব্রতা পত্নীকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমার কাছে এসেছে। আমি তাকে দেবতাদেরও দুর্লভ সম্পদ প্রদান করব।"

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ভাষ্য প্রদান করেছেন যে ভগবান মুহূর্তের জন্য বিস্মিত হয়েছিলেন, "আমার সর্বদর্শিতা সত্ত্বেও এটি কিভাবে ঘটল, যে আমার এই ভক্ত এরূপ দরিদ্রতায় পতিত হয়েছে?" অতঃপর, সত্বর অবস্থাটি হৃদয়ঙ্গম করে তিনি নিজেকেই নিজে এই শ্লোকে বর্ণিত কথাসমূহ বলেছিলেন।

কিন্তু কেউ উল্লেখ করতে পারে যে, সুদামার এতটা দারিদ্র পীড়িত হওয়া উচিত নয়, কারণ অন্য কোন উদ্দেশ্যহীন একনিষ্ঠ ভক্তের কাছেও ভগবৎ সেবার দ্বারা উৎপন্ন যথাযথ সুখ আগমন করে। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২২) তা প্রতিপন্ন হয়েছে—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে ।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥

"অনন্য চিত্তে আমার চিন্তায় মগ্ন হয়ে যারা আমার উপাসনা করেন, আমি তাঁদের সমস্ত অভাব পূরণ করি এবং তাদের প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ করি।"

এই বিষয়টির উত্তরে দুই ধরনের ত্যাগী ভক্তদের মধ্যে অবশ্যই একটি পার্থক্য করা উচিত। এক ধরনের ভক্ত আছেন যারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রতি বৈরী মনোভাবাপন্ন এবং অন্য ধরনের ভক্তরা তা থেকে ভিন্ন। জাগতিক উপভোগে অত্যন্ত বিরুদ্ধভাবাপন্ন ভক্তদের উপর ভগবান ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জোর করেন না। জড় ভরতের মতো পরম ত্যাগীদের ক্ষেত্রে যা দর্শন করা যায়। অপরদিকে, যিনি জড় বস্তুর দ্বারা আসক্ত বা অনাসক্ত কোনটিই নন, সেই ভক্তকে অসীম সম্পদ ও ক্ষমতা দান করতে পারেন, যেমন প্রহ্লাদ মহারাজ। তাঁর জীবনের এই সময় পর্যন্ত সুদামা

ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বিরুদ্ধে ছিলেন, কিন্তু এখন, তাঁর বিশ্বস্ত পত্নীর প্রতি অনুগ্রহবশত এবং কৃষ্ণের দর্শনের জন্য তিনি লালায়িত হওয়ার জন্যও তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার জন্য গমন করেছিলেন।

শ্লোক ৮

ইত্থং বিচিন্ত্য বসনাচ্চীরবদ্ধান্ দ্বিজন্মনঃ ।
স্বয়ং জহার কিমিদমিতি পৃথুকতণ্ডুলান্ ॥ ৮ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **বিচিন্ত্য**—চিন্তা করে; **বসনাৎ**—বসন হতে; **চীর**—এক খণ্ড বস্ত্রে; **বদ্ধান্**—আবদ্ধ; **দ্বি-জন্মনঃ**—ব্রাহ্মণের; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **জহার**—তিনি গ্রহণ করলেন; **কিম্**—কি; **ইদম্**—এটি; **ইতি**—এই বলে; **পৃথুক-তণ্ডুলান্**—চিড়ে।

অনুবাদ

এইরকম চিন্তা করে একটি জীর্ণ বস্ত্রে বন্ধন করা চিড়ের পুঁটুলীটি ব্রাহ্মণের পরিধেয় হতে কেড়ে নিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন "এটি কি?"

শ্লোক ৯

নন্বেতদুপনীতং মে পরমপ্রীণনং সখে ।
তর্পয়ন্ত্যঙ্গ মাং বিশ্বমেতে পৃথুকতণ্ডুলাঃ ॥ ৯ ॥

ননু—কি; **এতৎ**—এই; **উপানীতম্**—এনেছ; **মে**—আমার জন্য; **পরম**—পরম; **প্রীণনম্**—প্রীতিজনক; **সখে**—হে সখা; **তর্পয়ন্তি**—পরিতৃপ্ত করে; **অঙ্গ**—হে প্রিয়; **মাম্**—আমাকে; **বিশ্বম্**—সমগ্র বিশ্ব (যা আমি); **এতে**—এইসকল; **পৃথুক-তণ্ডুলাঃ**—চিঁড়া।

অনুবাদ

"হে সখা, তুমি কি আমার জন্য এটি এনেছ? আমাকে তা অত্যন্ত আনন্দ দিল। প্রকৃতপক্ষে, এই সামান্য চিড়া কেবলমাত্র আমাকেই সন্তুষ্ট করল না, তা সমগ্র জগতকেও সন্তুষ্ট করল।"

তাৎপর্য

'লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, 'এই বাণী থেকে বুঝতে হবে যে, সব কিছুর আদি উৎস কৃষ্ণই নিখিল সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। বৃক্ষমূলে জল সিঞ্চন করলে অচিরেই যেমন বৃক্ষের প্রতি অংশে তা বিতরণ করা হয়, সেই রকম কৃষ্ণের তুষ্টি বিধানের জন্য যে সেবা করা হয়, বা কৃষ্ণের উদ্দেশে যা অর্পণ করা হয়, তাতে প্রত্যেকের সর্বোত্তম কল্যাণ সাধিত হয় বলে বিবেচনা করতে হবে;

কারণ কৃষ্ণের উদ্দেশে এই রকম নিবেদনের ফল নিখিল সৃষ্টির মধ্যে বিতরিত হয়। কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ তা জীবকুলের সকলের মধ্যেই বিতরিত হয়।

শ্লোক ১০

ইতি মুষ্টিং সকৃজ্জগ্ধ্বা দ্বিতীয়ং জগ্ধুমাদদে ।
তাবচ্ছ্রীর্জগৃহে হস্তং তৎপরা পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১০ ॥

ইতি—এইভাবে বলে; **মুষ্টিম্**—এক মুষ্টি; **সকৃৎ**—একবার; **জগ্ধ্বা**—ভক্ষণ করে; **দ্বিতীয়াম্**—দ্বিতীয়বার; **জগ্ধুম্**—খাওয়ার জন্য; **আদদে**—তিনি গ্রহণ করেছিলেন; **তাবৎ**—তখনই; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী (রুক্মিণীদেবী); **জগৃহে**—হরণ করলেন; **হস্তম্**—হস্ত; **তৎ**—তাঁকে; **পরা**—অনুরক্ত; **পরমেষ্ঠিনঃ**—ভগবানের।

অনুবাদ

এই কথা বলার পর, ভগবান তা একমুষ্টি ভক্ষণ করলেন এবং যখন তিনি দ্বিতীয় মুষ্টি প্রায় ভক্ষণ করতে যাবেন সেই সময় ভক্তি পরায়ণা রুক্মিণীদেবী তাঁর হস্ত ধারণ করলেন।

তাৎপর্য

তাঁকে আরও চিঁড়ে খেতে বাধা দেবার জন্য রাণী রুক্মিণী কৃষ্ণের হস্ত ধারণ করেছিলেন। শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে এই ইশারার দ্বারা তিনি ভগবানকে এই বলতে চেয়েছিলেন "কারো বিশাল সম্পদ নিশ্চিত করার জন্য আপনার এইটুকু কৃপাই যথেষ্ট, যা আমার দৃষ্টিপাতের ক্রীড়া মাত্র। কিন্তু দয়া করে আমাকে এই ব্রাহ্মণের নিকট সমর্পিত হতে বাধ্য করবেন না, আপনি আরেক মুষ্টি ভক্ষণ করলে যা ঘটবে।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে ভগবানের হস্ত ধারণ করে রুক্মিণী ইঙ্গিত করছেন, "আপনার সখার গৃহ থেকে আনা এই অপূর্ব খাবার আপনি যদি সবটুকু ভক্ষণ করেন, আমি আমার সখী, সতীন, ভৃত্য ও আমার জন্য কতটুকু অবশিষ্ট রাখব? আমাদের প্রত্যেককে একটি করে দানা বিতরণ করলেও যথেষ্ট অবশিষ্ট থাকবে না।" তখন তাঁর সহযোগী দাসীদের তিনি ইশারায় বললেন "এই শক্ত চাল আমার প্রভুর কোমল পাকস্থলীকে বিপর্যস্ত করবে।"

শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন যে, "প্রীতি ও ভক্তি ভরে ভগবান কৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করা হলে, তিনি আনন্দে ভক্তের নৈবেদ্য গ্রহণ করেন, তার ফলে স্বয়ং লক্ষ্মী, রুক্মিণীদেবী কৃতজ্ঞ চিত্তে ভক্তের গৃহে গিয়ে সেটি এই জগতের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যশালী গৃহে পরিণত করেন। ভগবান নারায়ণকে যিনি প্রচুর ভোগ দান করেন,

স্বাভাবিকভাবেই স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তার গৃহে আতিথ্য স্বীকার করেন অর্থাৎ তার গৃহ ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠে।"

শ্লোক ১১

এতাবতালং বিশ্বাত্মন্ সর্বসম্পৎসমৃদ্ধয়ে ।
অস্মিন্ লোকেঽথবামুষ্মিন্ পুংসস্ত্বত্তোষকারণম্ ॥ ১১ ॥

এতাবৎ—এইটুকু; **অলম্**—যথেষ্ট; **বিশ্ব**—বিশ্বের; **আত্মন্**—হে আত্মা; **সর্ব**—সকলের; **সম্পৎ**—প্রচুর সম্পদ; **সমৃদ্ধয়ে**—সমৃদ্ধির জন্য; **অস্মিন্**—এই; **লোকে**—জগৎ; **অথবা**—অথবা; **অমুষ্মিন্**—পরবর্তীতে; **পুংসঃ**—একজন পুরুষের জন্য; **ত্বৎ**—আপনার; **তোষ**—সন্তুষ্টি; **কারণম্**—কারণ।

অনুবাদ

[রাণী রুক্মিণী বললেন—] হে বিশ্বাত্মা, এই জগৎ ও পর জগতে সকল ধরনের প্রচুর সম্পদ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য এটি যথেষ্টর চেয়েও বেশী। প্রকৃতপক্ষে কারোর সমৃদ্ধি কেবলমাত্র আপনার সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে।

শ্লোক ১২

ব্রাহ্মণস্তাং তু রজনীমুষিত্বাচ্যুতমন্দিরে ।
ভুক্ত্বা পীত্বা সুখং মেনে আত্মানং স্বর্গতং যথা ॥ ১২ ॥

ব্রাহ্মণঃ—ব্রাহ্মণ; **তাম্**—সেই; **তু**—এবং; **রজনীম্**—রাত্রি; **উষিত্বা**—বাস করে; **অচ্যুত**—শ্রীকৃষ্ণের; **মন্দিরে**—প্রাসাদে; **ভুক্ত্বা**—ভোজন করে; **পীত্বা**—পান করে; **সুখম্**—সুখে; **মেনে**—তিনি ভাবলেন; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **স্বঃ**—চিন্ময় জগৎ; **গতম্**—প্রাপ্ত হয়েছেন; **যথা**—যেন।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলে চলেছেন—] তাঁর পূর্ণ সন্তুষ্টি মতো ভোজন ও পানাহারের পর ব্রাহ্মণ সেই রাত্রিটি ভগবান অচ্যুতের প্রাসাদে অতিবাহিত করলেন। তিনি অনুভব করলেন যেন তিনি চিন্ময় জগতে পৌঁছেছিলেন।

শ্লোক ১৩

শ্বোভূতে বিশ্বভাবেন স্বসুখেনাভিবন্দিতঃ ।
জগাম্ স্বালয়ং তাত পথ্যনুব্রজ্য নন্দিতঃ ॥ ১৩ ॥

শ্বঃ-ভূতে—পরের দিন; **বিশ্ব**—বিশ্বের; **ভাবেন**—পালক দ্বারা; **স্ব**—নিজমধ্যে; **সুখেন**—যিনি সুখ প্রাপ্ত হন; **অভিবন্দিতঃ**—পূজিত; **জগাম্**—তিনি গমন করলেন; **স্ব**—তার নিজের; **আলয়ম্**—আলয়ে; **তাত**—হে প্রিয় (রাজা পরীক্ষিৎ); **পথি**—পথে; **অনুব্রজ্য**—অনুগমন করে; **নন্দিতঃ**—আনন্দিত।

অনুবাদ

পরদিন আত্ম-সন্তুষ্ট বিশ্ব পালক শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পূজিত হয়ে সুদামা গৃহের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। হে রাজন, পথে হাঁটিতে হাঁটতে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের জন্য আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের সরবরাহকারী। সুতরাং এটি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে তিনি ইন্দ্রের চেয়েও বৃহৎ ঐশ্বর্য সুদামার জন্য প্রকাশ করতে সমর্থ ছিলেন। স্ব-সুখ অর্থাৎ যথার্থরূপে তার আপন আনন্দে পূর্ণ হওয়ায় উপহার প্রদানের জন্য ভগবানের এক অসীম ক্ষমতা রয়েছে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে *অভিবন্দিতঃ* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সুদামাকে পথে কিছুদূর পর্যন্ত সঙ্গদান করেছিলেন এবং অবশেষে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করে ও কিছু শ্রদ্ধাপূর্ণ কথা বলে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

শ্লোক ১৪

স চালব্ধ্বা ধনং কৃষ্ণান্ন তু যাচিতবান্ স্বয়ম্ ।
স্বগৃহান্ ব্রীড়িতোঽগচ্ছন্মহদ্দর্শননির্বৃতঃ ॥ ১৪ ॥

সঃ—তিনি; **চ**—এবং; **অলব্ধ্বা**—প্রাপ্ত না হয়ে; **ধনম্**—ধন; **কৃষ্ণাৎ**—শ্রীকৃষ্ণের থেকে; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **যাচিতবান**—প্রার্থনা করেছিলেন; **স্বয়ম্**—তার নিজ উদ্যোগে; **স্ব**—তাঁর; **গৃহান্**—গৃহ; **ব্রীড়িতঃ**—লজ্জিত; **অগচ্ছৎ**—তিনি গমন করলেন; **মহৎ**—ভগবানের; **দর্শন**—দর্শন দ্বারা; **নির্বৃতঃ**—আনন্দিত হয়ে।

অনুবাদ

যদিও তিনি দৃশ্যত ভগবান কৃষ্ণের কাছ থেকে কোন সম্পদ গ্রহণ করেননি। সুদামা তার নিজের জন্য প্রার্থনা করতে অত্যন্ত লজ্জিত ছিলেন। তিনি কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের দর্শন লাভ করে, সম্পূর্ণরূপে সন্তোষ অনুভব করে, তার গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ১৫

অহো ব্রহ্মণ্যদেবস্য দৃষ্ট্বা ব্রহ্মণ্যতা ময়া ।
যদ্দরিদ্রতমো লক্ষ্মীমাশ্লিষ্টো বিভ্রতোরসি ॥ ১৫ ॥

অহো—অহ্; **ব্রহ্মণ্য**—ব্রাহ্মণদের প্রতি ঐকান্তিক; **দেবস্য**—ভগবানের; **দৃষ্ট্বা**—দেখলাম; **ব্রহ্মণ্যতা**—ব্রাহ্মণদের প্রতি অনুরক্ত; **ময়া**—আমার দ্বারা; **যৎ**—যেহেতু; **দরিদ্রতমঃ**—দরিদ্রতম পুরুষ; **লক্ষ্মীম্**—লক্ষ্মীদেবী; **আশ্লিষ্টঃ**—লজ্জিত; **বিভ্রতা**—যে বহন করে তাঁর দ্বারা; **উরসি**—তাঁর বক্ষস্থলে।

অনুবাদ

[সুদামা ভাবলেন—] ব্রাহ্মণদের প্রতি অনুরক্তরূপে শ্রীকৃষ্ণ পরিচিত এবং এখন আমি এই ভক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে দর্শন করলাম। প্রকৃতপক্ষে, যিনি লক্ষ্মীদেবীকে তাঁর বক্ষে বহন করেন, তিনি এই দরিদ্রতম ভিখারীকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥ ১৬ ॥

ক্ব—কোথায়; **অহম্**—আমি; **দরিদ্রঃ**—অত্যন্ত গরীব; **পাপীয়ান্**—পাপী; **ক্ব**—কোথায়; **কৃষ্ণ**—পরমেশ্বর ভগবান; **শ্রী-নিকেতনঃ**—লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয়; **ব্রহ্মবন্ধুঃ**—ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীরহিত জাতি ব্রাহ্মণ; **ইতি**—এইভাবে; **স্ম**—অবশ্যই; **অহম্**—আমি; **বাহুভ্যাম্**—বাহুযুগলের দ্বারা; **পরিরম্ভিতঃ**—আলিঙ্গিত।

অনুবাদ

কোথায় আমি অতি পাপিষ্ঠ দরিদ্র ও যোগ্যতাহীন ব্রাহ্মণ সন্তান, আর কোথায় শ্রীনিকেতন কৃষ্ণ। অযোগ্য ব্রাহ্মণ সন্তান হলেও তিনি আমাকে আলিঙ্গন করলেন, এটি অতি আশ্চর্যের বিষয়।

তাৎপর্য

উপরের অনুবাদ ও শব্দার্থটি শ্রীল প্রভুপাদের *'চৈতন্য-চরিতামৃত'* (মধ্য ৭/১৪৩) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

সুদামা এতই বিনীত ছিলেন যে, তিনি নিজের দরিদ্রতাকে তাঁর আপন দোষ, পাপের ফল রূপে বিবেচনা করেছিলেন। এরূপ মানসিকতা এই কথাটির সঙ্গে মিলে যায়—*দারিদ্র-দোষো গুণ-রাশিনাশী*—অর্থাৎ "দরিদ্র হওয়ার অসংগতি রাশি রাশি সৎগুণ বিনষ্ট করে।"

শ্লোক ১৭

নিবাসিতঃ প্রিয়াজুষ্টে পর্যঙ্কে ভ্রাতরো যথা ।
মহিষ্যা বীজিতঃ শ্রান্তো বালব্যজনহস্তয়া ॥ ১৭ ॥

নিবাসিতঃ—উপবিষ্ট; প্রিয়া—তাঁর প্রিয়ার; জুষ্টে—ব্যবহৃত; পর্যঙ্কে—শয্যায়; ভ্রাতরঃ—ভ্রাতা; যথা—ন্যায়; মহিষ্যা—তাঁর মহিষী; বীজিতঃ—বাতাস করলেন; শ্রান্তঃ—ক্লান্ত; বালব্যজন—চামর; হস্তয়া—যার হাতে।

অনুবাদ

আমাকে তাঁর প্রিয়তমা মহিষীর শয্যায় উপবিষ্ট করিয়ে তিনি আমার সঙ্গে ঠিক যেন তাঁর এক ভাইয়ের মতো ব্যবহার করলেন। যেহেতু আমি ক্লান্ত ছিলাম, তাঁর রাণী নিজে আমাকে চামর দিয়ে বাতাস করলেন।

শ্লোক ১৮

শুশ্রূষয়া পরময়া পাদসংবাহনাদিভিঃ ।
পূজিতো দেবদেবেন বিপ্রদেবেন দেববৎ ॥ ১৮ ॥

শুশ্রূষয়া—শুশ্রূষা দ্বারা; পরময়া—ঐকান্তিক; পাদ—পাদদ্বয়ের; সংবাহন—মালিশ করে; আদিভিঃ—প্রভৃতি; পূজিতঃ—পূজিত; দেব-দেবেন—সকল দেবতাদের ঈশ্বর দ্বারা; বিপ্র-দেবেন—ব্রাহ্মণদের ঈশ্বর দ্বারা; দেব—একজন দেবতা; বৎ—তুল্য।

অনুবাদ

যদিও তিনি সকল দেবতাদের ঈশ্বর এবং সকল ব্রাহ্মণদের আরাধ্য, কিন্তু তিনি আমার পাদসম্বাহন ও অন্যান্য বিনীত সেবা পূর্বক আমাকে পূজা করলেন যেন আমি স্বয়ং একজন দেবতা।

শ্লোক ১৯

স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাম্ ।
সর্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চনম্ ॥ ১৯ ॥

স্বর্গ—স্বর্গের; অপবর্গয়োঃ—এবং পরম মুক্তির; পুংসাম্—সকল মানুষের জন্য; রসায়াম্—রসাতলে; ভুবি—এবং ভূতলে; সম্পদাম্—ঐশ্বর্যের; সর্বাসাম্—সকল; অপি—ও; সিদ্ধীনাম্—সিদ্ধির; মূলম্—মূল কারণ; তৎ—তাঁর; চরণ—চরণদ্বয়ের; অর্চনম্—অর্চনা।

অনুবাদ

তাঁর পাদপদ্মের ভক্তিপূর্ণ সেবাই হচ্ছে একজন পুরুষের স্বর্গে, মর্ত্যে, পাতালে ও মুক্তিলাভে প্রাপ্ত সকল সিদ্ধির মূল কারণ।

শ্লোক ২০

অধনোঽয়ং ধনং প্রাপ্য মাদ্যন্নুচ্চৈর্ন মাং স্মরেৎ ।
ইতি কারুনিকো নূনং ধনং মেঽভূরি নাদদাৎ ॥ ২০ ॥

অধনঃ—দরিদ্র ব্যক্তি; **অয়ম্**—এই; **ধনম্**—ধন; **প্রাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **মাদ্যন্**—আনন্দে; **উচ্চৈঃ**—অত্যন্ত; **ন**—না; **মাম্**—আমাকে; **স্মরেৎ**—স্মরণ করবে; **ইতি**—এইরূপ মনে করে; **কারুণিকঃ**—কারুণিক; **নূনম্**—প্রকৃতপক্ষে; **ধনম্**—ধন; **মে**—আমাকে; **অভূরি**—কিঞ্চিৎ; **ন আদদাৎ**—তিনি প্রদান করলেন না।

অনুবাদ

"যদি এই নিঃস্ব দরিদ্র সহসা ধনী হয়ে ওঠে, তাহলে তার সুখ মত্ততায় সে আমাকে ভুলে যাবে" এই মনে করে কারুণিক ভগবান আমাকে কিঞ্চিৎ ধনও প্রদান করেন নাই।

তাৎপর্য

ভগবান কৃষ্ণ তাকে 'কিঞ্চিৎ ধন'ও প্রদান করেননি, সুদামার এই বক্তব্যটি এই অর্থেও গ্রহণ করা যেতে পারে যে তাকে *অভূরি* অর্থাৎ 'কিঞ্চিৎ' ধন প্রদানের পরিবর্তে ভগবান প্রকৃতপক্ষে তাকে তাঁর সঙ্গ দানের প্রভূত সম্পদ প্রদান করেছিলেন। এই বিকল্প অর্থটি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর দ্বারা প্রস্তাবিত।

শ্লোক ২১-২৩

ইতি তচ্চিন্তয়ন্নন্তঃ প্রাপ্তো নিজগৃহান্তিকম্ ।
সূর্যানলেন্দুসঙ্কাশৈর্বিমানৈঃ সর্বতো বৃতম্ ॥ ২১ ॥
বিচিত্রোপবনোদ্যানৈঃ কূজদ্দ্বিজকুলাকুলৈঃ ।
প্রোৎফুল্লকুমুদাম্ভোজকহ্লারোৎপলবারিভিঃ ॥ ২২ ॥
জুষ্টং স্বলঙ্কৃতৈঃ পুম্ভিঃ স্ত্রীভিশ্চ হরিণাক্ষিভিঃ ।
কিমিদং কস্য বা স্থানং কথং তদিদমিত্যভূৎ ॥ ২৩ ॥

ইতি—এইভাবে; **তৎ**—এই; **চিন্তয়ন্**—চিন্তা করে; **অন্তঃ**—মনে মনে; **প্রাপ্তঃ**—উপস্থিত হলেন; **নিজ**—তাঁর; **গৃহ**—গৃহের; **অন্তিকম্**—নিকটে; **সূর্য**—সূর্য; **অনল**—

অগ্নি; **ইন্দু**—এবং চন্দ্র; **সঙ্কাশৈঃ**—প্রতিযোগিতা করছে; **বিমানৈঃ**—দিব্য প্রাসাদ দ্বারা; **সর্বতঃ**—চতুর্দিকে; **বৃতম্**—পরিবৃত; **বিচিত্র**—বিচিত্র; **উপবন**—চত্বর দ্বারা; **উদ্যানৈঃ**—এবং উদ্যান; **কূজৎ**—কূজন; **দ্বিজ**—পাখীর; **কুল**—কুল; **আকুলৈঃ**—আকুল; **প্রোৎফুল্ল**—পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত; **কুমুদ**—রাত্রে প্রস্ফুটিত পদ্ম; **অম্ভোজ**—দিনে প্রস্ফুটিত পদ্ম; **কহ্লার**—শ্বেত পদ্ম; **উৎপল**—জল পদ্ম; **বারিভিঃ**—জলাশয়; **জুষ্টম্**—শোভিত; **সু**—সু; **অলঙ্কৃতৈঃ**—অলঙ্কৃত; **পুম্ভিঃ**—পুরুষ দ্বারা; **স্ত্রীভিঃ**—স্ত্রী দ্বারা; **চ**—এবং; **হরিণা**—স্ত্রী হরিণের মতো; **অক্ষিভিঃ**—যার নেত্রদ্বয়; **কিম্**—কি; **ইদম্**—এই; **কস্য**—কার; **বা**—বা; **স্থানম্**—স্থান; **কথম্**—কিভাবে; **তৎ**—তা; **ইদম্**—এই; **ইতি**—এইভাবে; **অভূৎ**—হয়েছে।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—] নিজের মনে এইভাবে ভাবতে ভাবতে সুদামা অবশেষে সেই স্থানে এসে পৌঁছলেন যেখানে তাঁর গৃহ দণ্ডায়মান। কিন্তু সেই স্থান এখন চতুর্দিকে সূর্য, অগ্নি ও চন্দ্রের তুলনামূলক মিশ্র উজ্জ্বলতাময় সুউচ্চ দিব্য প্রাসাদসমূহে পূর্ণ। সেখানে ছিল দীপ্তিমান চত্বর ও উদ্যানসমূহ, যা পক্ষীকুলের কূজনে পূর্ণ এবং জলাশয় সকল কুমুদ, অম্ভোজ, কহ্লার ও প্রস্ফুটিত উৎপল পদ্মসমূহে শোভিত। সুন্দর ভূষণে বিভূষিত পুরুষ ও হরিণীচক্ষু রমণীগণ দ্বারে দণ্ডায়মান। সুদামা বিস্মিত হলেন, 'এসব কি? এ কার সম্পত্তি? এই সমস্ত কিছু কিভাবে এল।"

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্রাহ্মণের ভাবনার দৃশ্যটি প্রদান করেছেন—প্রথমতঃ এক বিশাল অপরিচিত জ্যোতি দর্শন করে তিনি ভাবলেন, "এটা কি?" তারপর প্রাসাদসমূহ লক্ষ্য করে তিনি নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, "এটা কার প্রাসাদ?" এবং এটি তাঁর নিজের রূপে হৃদয়ঙ্গম করে তিনি বিস্মিত হলেন, "কিভাবে তা এইভাবে পরিবর্তিত হল?"

শ্লোক ২৪

এবং মীমাংসমানং তং নরা নার্যোঽমরপ্রভাঃ ।
প্রত্যগৃহ্ণন্মহাভাগং গীতবাদ্যেন ভূয়সা ॥ ২৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **মীমাংসমানম্**—যিনি গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন; **তম্**—তাকে; **নরাঃ**—পুরুষ; **নার্যঃ**—এবং রমণীরা; **অমর**—দেবতা তুল্য; **প্রভাঃ**—যাদের জ্যোতির্ময় বর্ণ; **প্রত্যগৃহ্ণন্**—অভিনন্দিত করল; **মহা-ভাগম্**—অত্যন্ত ভাগ্যশালী; **গীত**—গীত দ্বারা; **বাদ্যেন**—এবং বাদ্য দ্বারা; **ভূয়সা**—প্রভূত।

অনুবাদ

এইভাবে তিনি যখন চিন্তা করছিলেন, দেবতাদের মতো জ্যোতিসম্পন্ন সুন্দর দাস দাসীরা এগিয়ে এসে উচ্চ গীত ও বাদ্য দ্বারা তাদের মহাভাগ্যবান প্রভুকে অভিনন্দিত করল।

তাৎপর্য

আচার্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের বর্ণনা অনুযায়ী *প্রত্যগৃহ্ণন্* শব্দটি ("বিনিময়ে তারা কৃতজ্ঞতা জানাল") নির্দেশ করছে যে, প্রথমে সুদামা ভৃত্যদের তাঁর মনে মনে স্বীকার করেছিলেন এই বিবেচনা করে যে "আমার প্রভু নিশ্চয়ই চান যে আমি তাদের গ্রহণ করি", এবং তার মনোভাবের দৃশ্যতঃ পরিবর্তিত হওয়ার উত্তরে তাদের প্রভুর মতো তারাও সমীপবর্তী হল।

শ্লোক ২৫

পতিমাগতমাকর্ণ্য পত্ন্যুদ্ধর্ষাতিসম্ভ্রমা ।
নিশ্চক্রাম গৃহাৎ তূর্ণং রূপিণী শ্রীরিবালয়াৎ ॥ ২৫ ॥

পতিম্—তার পতি; **আগতম্**—আগমন করেছে; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **পত্নী**—তার পত্নী; **উদ্ধর্ষা**—আনন্দিত; **অতি**—অতি; **সম্ভ্রমা**—উত্তেজিত; **নিশ্চক্রাম্**—তিনি নির্গত হলেন; **গৃহাৎ**—গৃহ থেকে; **তূর্ণম্**—সত্বর; **রূপিণী**—তার নিজ রূপ প্রকাশ করে; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **ইব**—যেন; **আলয়াৎ**—তার আলয় থেকে।

অনুবাদ

যখন তিনি শুনলেন যে তার পতি আগমন করেছেন, ব্রাহ্মণের পত্নী অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সত্বর গৃহ হতে নির্গত হলেন। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তাঁর দিব্য আলয় থেকে নির্গত হলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন যে, যেহেতু ভগবান কৃষ্ণ সুদামার গৃহকে স্বর্গীয় আলয়ে পরিণত করেছেন, সেখানে বাসকারী প্রত্যেকে এখন স্বর্গের অধিবাসীদের জন্য উপযুক্ত সুন্দর দেহ ও পোশাকের অধিকারী ছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে আরও যোগ করছেন—পূর্ব রাত্রিতে সুদামার দরিদ্র, ক্ষীণকায়া পত্নী একটি ভাঙাচোরা ছাদের নীচে ছেঁড়া কাথার উপরে ঘুমিয়েছিলেন, কিন্তু সকালে যখন তিনি ঘুম থেকে উঠলেন, তিনি নিজেকে ও তাঁর গৃহকে অপূর্বভাবে পরিবর্তিত দেখতে পেলেন। কেবলমাত্র এক মুহূর্তের জন্য তিনি বিভ্রান্ত হয়েছিলেন; তিনি অতঃপর হৃদয়ঙ্গম করলেন যে এই ঐশ্বর্য তার পতিকে প্রদত্ত ভগবানের উপহার আর তিনি নিশ্চয়ই এখন তার গৃহের পথে। তাই তিনি তাঁকে অভিনন্দিত করার জন্য প্রস্তুত হলেন।

শ্লোক ২৬

পতিব্রতা পতিং দৃষ্ট্বা প্রেমোৎকণ্ঠাশ্রুলোচনা ।
মীলিতাক্ষ্যনমদ্ বুদ্ধ্যা মনসা পরিষস্বজে ॥ ২৬ ॥

পতিব্রতা—পতিব্রতা; **পতিম্**—তাঁর পতি; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **প্রেম**—প্রেমের; **উৎকণ্ঠ**—আগ্রহের সঙ্গে; **অশ্রু**—অশ্রু; **লোচনা**—যার চক্ষুদ্বয়; **মীলিত**—বন্ধ করে; **অক্ষি**—তার চক্ষুদ্বয়; **অনমৎ**—তিনি প্রণাম নিবেদন করলেন; **বুদ্ধ্যা**—ভাবনাপূর্ণ প্রতিফলনে; **মনসা**—তাঁর হৃদয় দ্বারা; **পরিষস্বজে**—তিনি আলিঙ্গন করলেন।

অনুবাদ

পতিব্রতা রমণী যখন তাঁর পতিকে দর্শন করলেন তাঁর নেত্রদ্বয় প্রেম ও উৎকণ্ঠার অশ্রুতে পূর্ণ হল। তিনি নিমীলিত নেত্রে শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন ও অন্তর দ্বারা তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক ২৭

পত্নীং বীক্ষ্য বিস্ফুরন্তীং দেবীং বৈমানিকীমিব ।
দাসীনাং নিষ্ককণ্ঠীনাং মধ্যে ভান্তীং স বিস্মিতঃ ॥ ২৭ ॥

পত্নীম্—তাঁর পত্নী; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **বিস্ফুরন্তীম্**—জ্যোতির্ময়; **দেবীম্**—এক দেবী; **বৈমানিকীম্**—স্বর্গের বিমানে আগত; **ইব**—যেন; **দাসীনাম্**—দাসীদের; **নিষ্ক**—পদক; **কণ্ঠীনাম্**—যার কণ্ঠে; **মধ্যে**—মধ্যে; **ভান্তীম্**—উজ্জ্বল; **সঃ**—তিনি; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত।

অনুবাদ

সুদামা তাঁর পত্নীকে দর্শন করে বিস্মিত হলেন। রত্নখচিত পদক দ্বারা শোভিত দাসীদের মধ্যে তাঁকে দিব্য বিমানচারিণী এক দেবীর মতো জ্যোতির্ময় দেখাচ্ছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, এই পর্যন্ত ভগবান ব্রাহ্মণকে তাঁর দীন অবস্থার মধ্যে রেখেছিলেন যাতে তাঁর পত্নী তাঁকে চিনতে পারেন।

শ্লোক ২৮

প্রীতঃ স্বয়ং তয়া যুক্তঃ প্রবিষ্টো নিজমন্দিরম্ ।
মণিস্তম্ভশতোপেতং মহেন্দ্রভবনং যথা ॥ ২৮ ॥

প্রীতঃ—সন্তুষ্ট; স্বয়ম্—স্বয়ং; তয়া—তার সঙ্গে; যুক্তঃ—একসঙ্গে; প্রবিষ্টঃ—প্রবেশ করলেন; নিজ—নিজ; মন্দিরম্—গৃহে; মণি—মণি; স্তম্ভঃ—স্তম্ভ; শত—শত শত; উপেতম্—থাকা; মহা-ইন্দ্র—স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের; ভবনম্—প্রাসাদ; যথা—তুল্য।

অনুবাদ

আনন্দের সঙ্গে তিনি তাঁর পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান মহেন্দ্রর প্রাসাদের ন্যায় শত শত মণিস্তম্ভযুক্ত তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ভাষ্য প্রদান করেছেন যে, সুদামা কেবলমাত্র তাঁর পত্নীকে দর্শন করে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি যখন বিস্মিত হলেন "কে এই দেব-পত্নী যিনি আমার মতো পতিত জীবের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন?" দাসীরা তাঁকে জানাল, "ইনি নিঃসন্দেহে আপনারই পত্নী"। সেই মুহূর্তে সুদামার দেহ চমৎকার বস্ত্র অলঙ্কারে শোভিত হয়ে নবীন ও সুন্দর হয়ে উঠল। *প্রীতঃ* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, এই সকল পরিবর্তন তাঁকে যথেষ্ট আনন্দ দান করেছিল।

মহাভারতের বিখ্যাত মন্ত্র *'বিষ্ণু সহস্র নাম'*-এ সুদামার এই হঠাৎ ঐশ্বর্যপ্রাপ্তিকে এই পংক্তিটি অমর করেছে—*শ্রীদামরঙ্ক ভক্তার্থভূম্যানীতেন্দ্রবৈভবঃ*—"ভগবান বিষ্ণু তাঁর দরিদ্র ভক্ত শ্রীদামার (সুদামা) কল্যাণের জন্য এই পৃথিবীতে ইন্দ্রের ঐশ্বর্য আনয়নকারী রূপেও পরিচিত।"

শ্লোক ২৯-৩২

পয়ঃফেননিভাঃ শয্যা দান্তা রুক্মপরিচ্ছদাঃ ।
পর্যঙ্কা হেমদণ্ডানি চামরব্যজনানি চ ॥ ২৯ ॥
আসনানি চ হৈমানি মৃদূপস্তরণানি চ ।
মুক্তাদামবিলম্বীনি বিতানানি দ্যুমন্তি চ ॥ ৩০ ॥
স্বচ্ছস্ফটিককুড্যেষু মহামারকতেষু চ ।
রত্নদীপান্ ভ্রাজমানান্ ললনা রত্নসংযুতাঃ ॥ ৩১ ॥
বিলোক্য ব্রাহ্মণস্তত্র সমৃদ্ধীঃ সর্বসম্পদাম্ ।
তর্কয়ামাস নির্ব্যগ্রঃ স্বসমৃদ্ধিমহৈতুকীম্ ॥ ৩২ ॥

পয়ঃ—দুধের; ফেনা—ফেনা; নিভাঃ—সদৃশ; শয্যাঃ—শয্যা; দান্তাঃ—হাতীর দাঁতের প্রস্তুত; রুক্ম—স্বর্ণময়; পরিচ্ছদাঃ—যার পরিচ্ছদ; পর্যঙ্কাঃ—পর্যঙ্ক; হেম—সোনার; দণ্ডানি—যার পায়াসমূহ; চামর-ব্যজনানি—চামর ব্যজন; চ—এবং; আসনানি—

আসন (চেয়ার); চ—এবং; হৈমানি—স্বর্ণময়; মৃদু—নরম; উপস্তরণানি—আস্তরণ; চ—এবং; মুক্তা-দাম—মুক্তার মালা দ্বারা; বিলম্বিনি—ঝুলন্ত; বিতানানি—চন্দ্রাতপ; দ্যুমন্তি—উজ্জ্বল; চ—এবং; স্বচ্ছ—স্বচ্ছ; স্ফটিক—স্ফটিকের; কুড্যেষু—দেওয়ালের উপরে; মহা-মারকতেষু—মূল্যবান পান্না দ্বারা; চ—ও; রত্ন—রত্ন; দীপান্—দীপ; ভ্রাজমানান্—দীপ্তিমান; ললনাঃ—রমণীরা; রত্ন—রত্ন দ্বারা; সংযুতাঃ—শোভিতা; বিলোক্য—দর্শন করে; ব্রাহ্মণঃ—ব্রাহ্মণ; তত্র—সেখানে; সমৃদ্ধীঃ—সমৃদ্ধি; সর্ব—সকল; সম্পদাম্—ঐশ্বর্যের; তর্কয়াম্ আস্—তিনি বিচার করলেন; নির্ব্যগ্রঃ—স্থিরভাবে; স্ব—তার নিজ; সমৃদ্ধিম্—সমৃদ্ধি বিষয়ে; অহৈতুকীম্—আশাতীত।

অনুবাদ

সুদামার গৃহের শয্যাসমূহ ছিল দুধের ফেনার মতো নরম ও সাদা, পরিচ্ছদসমূহ ছিল হাতীর দাঁতের এবং স্বর্ণ দ্বারা অলঙ্কৃত। সোনার পায়াযুক্ত চৌপায়া, রাজকীয় চামর, স্বর্ণ সিংহাসন, নরম আসন ও ঝুলন্ত মুক্তামালাযুক্ত উজ্জ্বল চন্দ্রাতপও ছিল। দেওয়ালসমূহে ছিল মূল্যবান মরকতমণি খচিত বিচ্ছুরিত আলোর স্ফটিক, উজ্জ্বল রত্নখচিত দীপ এবং প্রাসাদের সকল রমণীরা ছিলেন মূল্যবান মণিতে বিভূষিত। এই বিলাসবহুল ঐশ্বর্যের বিচিত্রতা দর্শন করে ব্রাহ্মণ স্বয়ং শান্তভাবে এই অপ্রত্যাশিত সমৃদ্ধির বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৩

নূনং বতৈতন্মম দুর্ভগস্য
শশ্বদ্দরিদ্রস্য সমৃদ্ধিহেতুঃ ।
মহাবিভূতেরবলোকতোঽন্যো
নৈবোপপদ্যেত যদূত্তমস্য ॥ ৩৩ ॥

নূনম্ বত—নিশ্চিতরূপে; এতৎ—এই একই ব্যক্তির; মম—আমার; দুর্ভগস্য—দুর্ভাগ্যশালী; শশ্বৎ—সর্বদা; দরিদ্রস্য—দারিদ্র পীড়িত; সমৃদ্ধি—সমৃদ্ধির; হেতুঃ—কারণ; মহা-বিভূতেঃ—মহা-বিভূতিশালীর; অবলোকতঃ—দৃষ্টিপাত ব্যতীত; অন্যঃ—অন্য; ন—না; এব—বস্তুত; উপপদ্যেত—পাওয়া যেতে পারে; যদু-উত্তমস্য—যদুত্তম।

অনুবাদ

[সুদামা ভাবলেন—] আমি সর্বদাই দরিদ্র। আমার মতো একজন দুর্ভাগ্যশালীর সহসা ধনী হওয়ার একমাত্র নিশ্চিত কারণ এই যে, মহাবিভূতিশালী, যদুবংশ প্রধান ভগবান কৃষ্ণ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন।

শ্লোক ৩৪

নন্বব্রুবাণো দিশতে সমক্ষং
যাচিষ্ণবে ভূর্যপি ভূরিভোজঃ ।
পর্জন্যবৎ তৎ স্বয়মীক্ষমাণো
দাশার্হকাণামৃষভঃ সখা মে ॥ ৩৪ ॥

ননু—শেষ পর্যন্ত; **অব্রুবানঃ**—কিছু না বলে; **দিশতে**—তিনি প্রদান করেছেন; **সমক্ষম্**—তাঁর সমক্ষে; **যাচিষ্ণবে**—প্রার্থীগণকে; **ভূরি**—প্রচুর (সম্পদ); **অপি**—ও; **ভূরি**—প্রচুর (সম্পদের); **ভোজঃ**—ভোক্তা; **পর্জন্যবৎ**—মেঘের মতো; **তৎ**—সেই; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **ঈক্ষমাণঃ**—দর্শন করে; **দাশার্হকাণাম্**—রাজা দশার্হের বংশজদের মধ্যে; **ঋষভঃ**—পরম শ্রেষ্ঠ; **সখা**—সখা; **মে**—আমার।

অনুবাদ

শেষ পর্যন্ত, দাশার্হগণের মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠ এবং অসীম সম্পদের ভোক্তা আমার সখা কৃষ্ণ লক্ষ্য করেছিলেন যে আমি গোপনে তাঁর কাছ থেকে প্রার্থনা করতে চেয়েছিলাম। তাই যদিও যখন আমি তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলাম তিনি সে সম্বন্ধে কিছু বলেননি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাকে পরম প্রাচুর্যময় সম্পদ দান করলেন। এইভাবে তিনি এক অনুগ্রহশীল বর্ষার মেঘের মতো আচরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন *ভূরি-ভোজ*, অসীম ভোক্তা। তিনি সুদামাকে বলেননি যে কিভাবে তিনি সুদামার অকথিত প্রার্থনা পূরণ করতে যাচ্ছেন, কারণ, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে তিনি সে সময় ভাবছিলেন, "আমার প্রিয় সখা আমাকে এই সকল চাউলের দানা প্রদান করেছে, যা আমার সকল সম্পদের থেকেও মহৎ। যদিও তাঁর গৃহে আমাকে প্রদানের জন্য এরূপ উপহার ছিল না, এক প্রতিবেশীর থেকে প্রার্থনা করার পীড়া সে গ্রহণ করেছিল। তাই সেটিই একমাত্র উপযুক্ত যে আমি আমার অধীন সমস্ত সম্পদের চেয়েও আরও মূল্যবান কিছু তাকে প্রদান করব। কিন্তু আমার অধিকারের সমান বা মহত্তর কিছু নেই, তাই আমি যা করতে পারি, তাকে আমি ইন্দ্র, ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতাদের মতো স্বল্প বস্তু দান করতে পারি।" তাঁর ভক্তের নিবেদনের বিনিময়ে যথাযথ দানে অসমর্থ হয়ে লজ্জিত শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে নীরবে তাঁর অনুগ্রহ প্রদান করলেন। ভগবান ঠিক উদার মেঘের মতো আচরণ করলেন, যা বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রত্যেকের জীবনের প্রয়োজনসমূহ

প্রদান করেও লজ্জা অনুভব করে যে তার প্রতি চাষীদের প্রভূত নিবেদনের বিনিময়ে এই বর্ষা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর এক উপহার প্রদান মাত্র। লজ্জাবশত চাষীদের মাঠকে বর্ষণসিক্ত করার আগে, চাষীরা যখন নিদ্রিত থাকে, সেই রাত্রিকাল পর্যন্ত মেঘেরা অপেক্ষা করতে পারে।

এই শ্লোকে দার্শাহ বংশের প্রধানরূপে শনাক্ত ভগবান কৃষ্ণ, বিশেষভাবে তাঁর উদারতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

শ্লোক ৩৫

কিঞ্চিৎ করোত্যুর্বপি যৎ স্বদত্তং
সুহৃৎকৃতং ফল্ব্বপি ভূরিকারী ।
ময়োপনীতং পৃথুকৈকমুষ্টিং
প্রত্যগ্রহীৎ প্রীতিযুতো মহাত্মা ॥ ৩৫ ॥

কিঞ্চিৎ—তুচ্ছ; **করোতি**—তিনি করেন; **উরু**—মহৎ; **অপি**—ও; **যৎ**—যা; **স্ব**—স্বয়ং তাঁর দ্বারা; **দত্তম্**—প্রদত্ত; **সুহৃৎ**—এক শুভাকাঙ্ক্ষী সখা দ্বারা; **কৃতম্**—কৃত; **ফল্লু**—অল্প; **অপি**—ও; **ভূরি**—প্রচুর; **কারী**—করে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **উপনীতম্**—আনীত; **পৃথুক**—চিড়ার; **এক**—এক; **মুষ্টিম্**—মুষ্টি; **প্রত্যগ্রহীৎ**—তিনি গ্রহণ করেছিলেন; **প্রীতি-যুতঃ**—প্রীতির সঙ্গে; **মহা-আত্মা**—পরমাত্মা।

অনুবাদ

ভগবান, তাঁর পরম আশীর্বাদকেও তুচ্ছ বলে মনে করেন, অথচ তাঁর প্রতি তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী ভক্তের ক্ষুদ্র সেবা প্রদানকেও তিনি প্রচুর মনে করেন। তাই তাঁর জন্য আনা আমার এক মুষ্টি চিড়া, পরমাত্মা প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৬

তস্যৈব মে সৌহৃদসখ্যমৈত্রী-
দাস্যং পুনর্জন্মনি জন্মনি স্যাৎ ।
মহানুভাবেন গুণালয়েন
বিষজ্জতস্তৎ পুরুষপ্রসঙ্গঃ ॥ ৩৬ ॥

তস্য—তাঁর জন্য; **এব**—বস্তুত; **মে**—আমার; **সৌহৃদ**—প্রেম; **সখ্য**—বন্ধুত্ব; **মৈত্রী**—মহানুভূতি; **দাস্যম্**—এবং দাস্য; **পুনঃ**—বারম্বার; **জন্মনি জন্মনি**—জন্মে জন্মে; **স্যাৎ**—হই; **মহা-অনুভাবেন**—পরম অনুগ্রহপরায়ণ ভগবানের দ্বারা; **গুণ**—

চিন্ময় গুণাবলীর; **আলয়েন**—আঁধার; **বিষজ্জতঃ**—যিনি পূর্ণরূপে নিয়োজিত হন; **তৎ**—তাঁর; **পুরুষ**—ভক্তবৃন্দের; **প্রসঙ্গঃ**—মূল্যবান সঙ্গ।

অনুবাদ

ভগবান হচ্ছেন সকল চিন্ময় গুণাবলীর পরম অনুগ্রহের আঁধার স্বরূপ। জন্মে জন্মে আমি যেন প্রেম, সখ্যতা ও মৈত্রী দ্বারা তাঁর সেবা করতে পারি এবং তাঁর ভক্তবৃন্দের মূল্যবান সঙ্গের দ্বারা তাঁর জন্য এক দৃঢ় আসক্তির অনুশীলন করতে পারি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের বর্ণনা অনুসারে *সৌহৃদম্* শব্দটি এখানে যিনি তাঁর ভক্তবৃন্দের প্রতি পরম অনুগ্রহশীল তাঁর প্রতি প্রীতির অর্থ প্রকাশ করছে, *সখ্যম্* শব্দটি তাঁর সঙ্গে বাস করার আকাঙ্ক্ষায় প্রকাশিত সম্বন্ধ প্রকাশ করছে, *মৈত্রী* শব্দটি অন্তরঙ্গ সখীর মনোভাব প্রকাশ করছে এবং *দাস্যম্* শব্দটি সেবা করার প্রবল আগ্রহের অর্থ প্রকাশ করছে।

শ্লোক ৩৭

ভক্তায় চিত্রা ভগবান্ হি সম্পদো
রাজ্যং বিভূতীর্ণ সমর্থয়ত্যজঃ ।
অদীর্ঘবোধায় বিচক্ষণঃ স্বয়ং
পশ্যন্নিপাতং ধনিনাং মদোদ্ভবম্ ॥ ৩৭ ॥

ভক্তায়—তাঁর ভক্তগণকে; **চিত্রাঃ**—বিচিত্র; **ভগবান্**—ভগবান; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **সম্পদঃ**—ঐশ্বর্যসমূহ; **রাজ্যম্**—রাজ্য; **বিভূতিঃ**—জাগতিক সম্পদ; **ন সমর্থয়তি**—প্রদান করে না; **অজঃ**—জন্মরহিত; **অদীর্ঘ**—স্বপ্ন; **বোধায়**—যার বোধ; **বিচক্ষণঃ**—বিচক্ষণ; **স্বয়ম্**—নিজে; **পশ্যন্**—দর্শন করে; **নিপাতম্**—পতন; **ধনিনাম্**—ধনীদের; **মদ**—অহংকার; **উদ্ভবম্**—উদ্ভব।

অনুবাদ

যার পারমার্থিক অন্তর্দৃষ্টি কম এমন ভক্তকে ভগবান এই জগতের বিচিত্র ঐশ্বর্যসমূহ—রাজকীয় ক্ষমতা ও জাগতিক সম্পদ অনুমোদন করেন না। প্রকৃতপক্ষে অজ ভগবান তাঁর অসীম জ্ঞান দ্বারা ভালভাবে অবগত যে কিভাবে ধনমদে ধনীদের পতন হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর দ্বারা বর্ণিত হয়েছে যে, বিনয়ী ব্রাহ্মণ সুদামা, ভগবানের দুর্লভ ও মূল্যবান আশীর্বাদ শুদ্ধা-ভক্তির জন্য নিজেকে অযোগ্য বিবেচনা

করেছিলেন। সুদামা কারণ দেখিয়েছিলেন যে তার যদি কোন প্রকৃত ভক্তি থাকত তাহলে ভগবান তাকে জাগতিক সম্পদ ও দাসদাসী যা তিনি প্রাপ্ত হয়েছেন তার বিনিময়ে বিশুদ্ধ অটল ভক্তি অনুমোদন করতেন। শ্রীকৃষ্ণ হয়ত তার এরূপ চিত্তবিক্ষেপকে উপেক্ষা করার মাধ্যমে আরো ঐকান্তিক ভক্তকে রক্ষা করছেন। একজন ঐকান্তিক কিন্তু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ভক্তকে ভগবান তার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এতটা জাগতিক সম্পদ প্রদান করেন না বরং কেবল যতটুকু তার ভক্তির উন্নতি করবে ততটুকু প্রদান করেন। সুদামা ভাবলেন "প্রহ্লাদ মহারাজের মতো মহাত্মা অপ্রমেয় সম্পদ, ক্ষমতা ও যশ দ্বারা কলুষিত হওয়া এড়িয়ে থাকতে পারেন কিন্তু আমাকে সর্বদা আমার নতুন অবস্থার প্ররোচনা থেকে সর্তক থাকতে হবে।"

আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে, সুদামা বিপ্রের এই বিনয়ী মনোভাব ভগবান কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন ও শ্রবণের নির্দিষ্ট পন্থার দ্বারা ভক্তিযোগ সম্পাদনে তাঁর সাফল্যকে নিশ্চিত করেছিল।

শ্লোক ৩৮

ইত্থং ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা ভক্তোঽতীব জনার্দনে ।
বিষয়ান্ জায়য়া ত্যক্ষ্যন্ বুভুজে নাতিলম্পটঃ ॥ ৩৮ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **ব্যবসিতঃ**—তাঁর সিদ্ধান্তে অচল থেকে; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধি দ্বারা; **ভক্তঃ**—ভক্ত; **অতীব**—অতিশয়; **জনার্দনে**—সকল জীবের আশ্রয়, ভগবান কৃষ্ণের প্রতি; **বিষয়ান্**—ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বিষয়; **জায়য়া**—তাঁর পত্নীর সঙ্গে; **ত্যক্ষ্যন্**—পরিত্যাগ করতে চেয়ে; **বুভুজে**—তিনি ভোগ করেছিলেন; **ন**—না; **অতি**—আসক্তি; **লম্পটঃ**—লম্পট।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—] এইভাবে তাঁর পারমার্থিক বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থেকে সুদামা সকল জীবের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিতে অবিচল থাকলেন। সর্বদা ক্রমশ সকল ইন্দ্রিয় তৃপ্তি পরিত্যাগ করার ভাব দ্বারা আসক্তি শূন্য হয়ে তাঁকে প্রদত্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বিষয়সমূহ তিনি তাঁর পত্নী সহযোগে ভোগ করছিলেন।

শ্লোক ৩৯

তস্য বৈ দেবদেবস্য হরের্যজ্ঞপতেঃ প্রভোঃ ।
ব্রাহ্মণাঃ প্রভবো দৈবং ন তেভ্যো বিদ্যতে পরম্ ॥ ৩৯ ॥

তস্য—তাঁর; বৈ—ও; দেব-দেবস্য—দেবদেবের; হরেঃ—কৃষ্ণ; যজ্ঞ—বৈদিক যজ্ঞের; পতেঃ—নিয়ন্তা; প্রভোঃ—পরম প্রভু; ব্রাহ্মণাঃ—ব্রাহ্মণগণ; প্রভবঃ—প্রভু; দৈবম্—দেবতা; ন—না; তেভ্যঃ—তাদের চেয়ে; বিদ্যতে—বিদ্যমান; পরম্—পরম।

অনুবাদ

ভগবান হরি সকল ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, সকল যজ্ঞের পতি ও পরম প্রভু। কিন্তু তিনি সাধু ব্রাহ্মণগণকে তাঁর প্রভু রূপে গ্রহণ করেন আর তাই তাদের চেয়ে কোন পরম দেবতা বিদ্যমান নেই।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, যদিও শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির পরম শাসক, তিনি ব্রাহ্মণগণকে তার প্রভু রূপে গ্রহণ করেন; এমনকি যদিও তিনি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর, ব্রাহ্মণগণ তাঁর বিগ্রহ; এবং এমনকি যদিও তিনি সকল যজ্ঞের পতি, তিনি তাদের পূজা করার জন্য যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

শ্লোক ৪০

এবং স বিপ্রো ভগবৎসুহৃৎ তদা
দৃষ্ট্বা স্বভৃত্যৈরজিতং পরাজিতম্ ।
তদ্ধ্যানবেগোদ্গ্রথিতাত্মবন্ধনস্
তদ্ধাম লেভেঽচিরতঃ সতাং গতিম্ ॥ ৪০ ॥

এবম্—এইভাবে; সঃ—তিনি; বিপ্রঃ—ব্রাহ্মণ; ভগবৎ—ভগবানের; সুহৃৎ—সখা; তদা—তখন; দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; স্ব—তাঁর নিজ; ভৃত্যৈঃ—ভৃত্যদের দ্বারা; অজিতম্—অজিত; পরাজিতম্—পরাজিত; তৎ—তাঁকে; ধ্যান—তার ধ্যানের; বেগ—বেগ দ্বারা; উদ্গ্রথিত—ছিন্ন করে; আত্ম—আত্মার; বন্ধনঃ—তার বন্ধন; তৎ—তাঁর; ধাম—আলয়; লেভে—তিনি প্রাপ্ত হলেন; অচিরতঃ—স্বল্প কালের মধ্যে; সতাম্—পরম সাধুদের; গতিম্—গতি।

অনুবাদ

অপরাজেয় হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে ভগবান তাঁর নিজ ভৃত্যদের দ্বারা বিজিত হন তা দর্শন করে ভগবানের প্রিয় ব্রাহ্মণসখা নিরন্তর ভগবানের ধ্যানবেগ দ্বারা তাঁর হৃদয় মধ্যস্থ জড়া আসক্তির অবশিষ্ট বন্ধনসমূহ ছিন্ন করতে মনস্থ করলেন। অচিরেই তিনি মহান সাধুগণের গতি, ভগবান কৃষ্ণের পরম ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সুদামার পার্থিব সৌভাগ্য বর্ণনা করা হয়েছে আর এখন শুকদেব গোস্বামী ব্রাহ্মণ পরলোকে যা উপভোগ করেছিলেন তা বর্ণনা করছেন। শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করছেন যে এক ত্যাগী ব্রাহ্মণ হওয়ার সূক্ষ্ম অহংকারের মধ্যে সুদামার মায়ার শেষ বিন্দুটি নিহিত ছিল। তাঁর ভক্তদের কাছে ভগবানের আত্মসমর্পণের ধ্যান করার মাধ্যমে সেই চিহ্নটিও এখন বিনষ্ট হল।

শ্লোক ৪১

এতদ্ ব্রহ্মণ্যদেবস্য শ্রুত্বা ব্রহ্মণ্যতাং নরঃ ।
লব্ধভাবো ভগবতি কর্মবন্ধাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৪১ ॥

এতৎ—এই; **ব্রহ্মণ্য-দেবস্য**—ভগবানের, যিনি বিশেষভাবে ব্রাহ্মণগণকে অনুগ্রহ করেন; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ব্রহ্মণ্যতাম্**—ব্রাহ্মণদের প্রতি দয়ার; **নরঃ**—একজন মানুষ; **লব্ধ**—প্রাপ্ত হয়ে; **ভাবঃ**—প্রেম; **ভগবতি**—ভগবানের জন্য; **কর্ম**—কর্মের; **বন্ধাৎ**—বন্ধন থেকে; **বিমুচ্যতে**—মুক্ত হন।

অনুবাদ

ভগবান সর্বদা ব্রাহ্মণদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। যিনি ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহের এই আখ্যান শ্রবণ করেন, ভগবানের প্রতি তার প্রেম বৃদ্ধি পাবে এবং এইভাবে তিনি কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থের এই অধ্যায়ের সূচনায় এই লীলা বর্ণনা করে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, "পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ জীবকুলের অন্তর্যামী পরমাত্মা হওয়ায়, সকলের মনোভিলাষ সম্বন্ধে তিনি অভিজ্ঞ। তিনি বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ ভক্তদের প্রতি অনুরাগ পরায়ণ। ভগবান কৃষ্ণকে ব্রহ্মণ্যদেব বলা হয়, অর্থাৎ কৃষ্ণ ব্রাহ্মণদের উপাস্য। এইজন্য যিনি নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মে পূর্ণ শরণাগত করেছেন, ইতিমধ্যেই তিনি ব্রাহ্মণদের পদপ্রাপ্ত হয়েছেন বলে বুঝতে হবে। ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত কেউ পরম ব্রহ্ম ভগবান কৃষ্ণের শরণাগত হতে পারেন না। কৃষ্ণ বিশেষভাবে ভক্তের দুর্গতি নাশ করেন এবং শুদ্ধ ভক্তের তিনিই একমাত্র আশ্রয়।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'সুদামা ব্রাহ্মণকে ভগবান আশীর্বাদ করলেন' নামক একাশীতিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।